মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৫৬৮

পর্ব-১১: হজ্জ (كتاب المناسك)

পরিচ্ছেদঃ ৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - মক্কায় প্রবেশ করা ও তাওয়াফ প্রসঙ্গে

بَابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ من الْبَيْت إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليمانيين

বাংলা

২৫৬৮-[৮] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বায়তুল্লাহর ইয়ামানী দিকের দুই কোণ ছাড়া অন্য কোন কোণকে স্পর্শ করতে দেখিনি। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ১৬০৯, মুসলিম ১১৮৭, আবূ দাঊদ ১৮৭৪, নাসায়ী ২৯৪৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮২৭।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন অংশ স্পর্শ করতেন না। রুকনে ইয়ামানীকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো- এটি ইয়ামানের দিকে অবস্থিত, যেভাবে শামের দিকে অবস্থিত কোণকে রুকনে শামী বলে, আবার ইরাক্বের দিকে অবস্থিত কোণকে ইরাকী বলা হয়ে থাকে।

রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার কারণ হলো- এর মধ্যে হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত রয়েছে। কতক উলামায়ে কিরামের বক্তব্য হলো, কেবলমাত্র রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোন রুকনে স্পর্শ করা সুন্নাত নয়। আর রুকন স্পর্শ দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করাকে বুঝানো হয়েছে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57128

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন